দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষকের অভাবে কেশবপুরে লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

কেশবপুর (যশোর), ৩০শে মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—এই উপজেলায় দশজন প্রধান শিক্ষকসহ মোট ছাব্বিশটি শিক্ষকের পদ দীর্ঘ দিন যাবৎ শূন্য থাকায় স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

গত দু'বছর যাবৎ উপজেলার সাতবাড়িয়া, বেগমপুর, চিংড়া, ঝিকরা, কাবিলপুর, শহীদ খালেক বগুতিয়া, মানিকপোল, গড়ভাঙ্গা এবং গৌরীঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এছাড়াও আরও পনেরটি বিদ্যালয়ে ১৬জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। উল্লেখ্য, উপজেলায় মোট ৭০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩১০ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪-৪-৮৭ এবং ১৫-৪-৮৭ তারিখে ছ'জন শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা আদালত থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতি পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আবেদনকারী শিক্ষকগণ তাদের বৈধ নিয়োগকে অবৈধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের শরণাপন্ন হন। এই অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার নিষ্পত্তি এখনও না হওয়ায় গত দু'বছর যাবৎ শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। ফলে এই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বলে একই সূত্রে জানা গেছে।

পঁচিশটি বিদ্যালয়ে এই শিক্ষক স্বল্পতার দরুন এসমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় সাত হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।